দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 26 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

24

035

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গঃ নৈতিক শিক্ষা

'জ্ঞান' ও 'গুণ' এ দু'য়ে মিলে যা হয় তা-ই হল শিক্ষা। গুণ দু'ধরনের—সদগুণ ও বদগুণ। বদগুণগুলো কু-শিক্ষা বা কু-আচার। কু-শিক্ষা বা কু-আচার অকল্যাণকর এবং তা সব সময়ই সকলের জন্য পরিত্যাজ্য। অপরপক্ষে সদগুণগুলো সু-শিক্ষা বা সু-আচার। সু-শিক্ষা বা সু-আচার কল্যাণকর ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুশীলন করা মঙ্গলজনক এবং সকল সময় তা প্রশংসনীয়ও বটে। সদগুণগুলো হচ্ছে এমন কতগুলো বিশেষ মানবীয় গুণ যেমন—সততা, সত্যবাদিতা, সরলতা, ন্যায়-অন্যায় বোধ জ্ঞান, সংযম, সহনশীলতা, পরদুঃখকাতরতা, সদালাপিতা, সহ-মর্মীতা, দায়িত্ব সচেতনতা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মসমর্পণমূলক ভাব ইত্যাদি। এ বিশেষ গুণগুলো অভ্যাস আয়ত্বকরণ ও কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনে, সমষ্টি জীবনে ও জাতীয় জীবনে অর্জন করা ও প্রতিক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটানোই মূলতঃ নৈতিক শিক্ষা। এ নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার পূর্ণতার জন্য অতি শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীকে অনুশীলন করতে হয়।

নৈতিক শিক্ষা বিবর্যিত কোন ব্যক্তি 'আশরাফুল মখলুকাত' হিসাবে নিজের শ্রেস্ঠ ব্যক্তিত্ব বিকাশে কখনও সক্ষম হয় না। নৈতিক শিক্ষার অভাবে ব্যক্তির নৈতিকতা লোপ পায়। সমাজ ও জাতি নৈতিক অবক্ষয়ের অভিশপ্ত কুফলে ভোগে। অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃংখলা সমাজ জীবনের সর্বস্তর আচ্ছন্ন করে ফেলে। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে ব্যক্তির জ্ঞান ও গুণের অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে। ফলে জাতীয় ধ্বংস ও অধঃপাত অনিবার্য রূপে দেখা দেয়।

নৈতিক শিক্ষাকে সকল শিক্ষার 'চোখ' বলা যায়। চোখ নষ্ট হলে যেমন পৃথিবীকে আঁধারাচ্ছন্ন মনে হয় তেমনি নৈতিক শিক্ষা না থাকলে সকল শিক্ষা অন্ধ হয়ে পড়ে। শিক্ষার অসাড়ত্ব প্রকটভাবে অনুভূত হয়। সকল শিক্ষা ও জ্ঞান কু-শিক্ষায় পরিণত হয়।

যুগ যুগ ধরে অতীতের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে এ সত্যই পাওয়া যায় যে, 'ধর্ম-ই হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার মূল বা ভিত্তি'। কেননা, কোন ধর্মই কখনও মানুষকে অসৎ, অত্যাচারী মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও অসংযমী হতে শিক্ষা দেয়নি। সত্যিকার ধার্মিক ব্যক্তি কখনও বদগুণ বা কু-আচারের দাসত্বে শৃংখলিত হয়নি। 'ধর্ম' মানুষকে বিশৃংখল ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে টেনে এনে সু-শৃংখল সমাজবদ্ধ জীবের এ বর্তমান ও আধুনিক রূপ দিয়েছে। আর ধর্ম হিসাবে ইসলাম তো সর্বকালের, সর্বযুগের এক আদর্শগত ও নৈতিক শিক্ষার চারণ ক্ষেত্র। ইসলামে ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যের যথার্থতা, তাই নৈতিক ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ সফল লাগসই।

যা থেকে অতীতকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসারণ, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রতিফলন ও মূল্যায়ন সকল যুগেই কল্যাণ বয়ে এনেছে। কোন কোন দেশে ধর্মীয় শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই জাতীয় শিক্ষার রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের দেশেও জাতীয় সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে বর্তমানের শিক্ষার্থী ও আগামী দিনের নাগরিকদের নৈতিকভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার আওতায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিছুটা বিজ্ঞান ভিত্তিক ও আধুনিকায়ন করে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। ধর্মীয় চেতনাবোধকে উজ্জীবিত করার জন্য এবং অতি শৈশব হতে নৈতিক শিক্ষার ছাপ স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে এঁকে দেয়ার জন্য মক্তবশিক্ষা তথা ইবতেদায়ী শিক্ষার আঙ্গকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে আর্থিক অনুদান দিয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু কথা হল কেবল ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্নাতকোত্তর স্তরে উন্নীত করে বা মক্তব শিক্ষাকে উৎসাহিত করে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব কি? হব না। যতদিন নৈতিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা মুদাররেছীনবৃন্দ শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নৈতিক শিক্ষাদানে সক্ষম না হবেন তত দিন তা সম্ভব নয়। যদি নৈতিক শিক্ষার পাদপীঠ মাদ্রাসাগুলোতে নকলবাজী প্রতারণামূলক পরীক্ষা ও সদাসর্বদা নৈতিকতা বিরোধী কার্যক্রম, বিশৃংখল অবস্থা গতাণুগতিকতার পথ ধরে অব্যাহত থাকে তাহলে কোন দিন ও জাতীয় নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে না। নকল প্রবণতার মত নৈতিকতা বিরোধী কার্যক্রমে শিক্ষার্থী জড়িয়ে পড়লে তার পক্ষে নৈতিক শিক্ষা অর্জন হতে পারে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমাজ [illegible] প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এর [illegible] মানসিক প্রস্তুতিও নিতে হবে। [illegible] পূর্বেই বলা হয়েছে শিক্ষা [illegible] আয়ত্বকরণ প্রক্রিয়া, নৈতিক [illegible] তাই। প্রাথমিক স্তর থেকেই [illegible] কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে [illegible] কার্যক্রম অনুশীলনের ব্যাপারে [illegible] সমাজকে সচেতন হতে হবে [illegible] প্রয়োজনবোধে হাতে-ক[illegible] ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দিতে হবে [illegible] ও ন্যায় পথে চলাকে উৎ[illegible] করতে হবে। অন্যায় ও অস[illegible] প্রতি নিরুৎসাহ করতে হবে। [illegible] অসত্যের প্রতি পাপবোধ জ[illegible] হবে। তবেই নৈতিক শিক্ষা ফ[illegible] হবে। শিক্ষা জ্ঞান ও গুণের স[illegible] পূর্ণতা লাভ করবে। জাতি [illegible] নৈতিক অবক্ষয়ের পরিণতি [illegible] পাবে।

—মোঃ শওক[illegible]